দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

ঈদ বোনাস তুলতে পারেননি ২ সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী

ব্যাংকের শেষ কার্যদিবসেও পৌঁছেনি প্রয়োজনীয় আদেশ

নাটোরের বড়াইগ্রাম ও চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে এমপিওভুক্ত দুই সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী ব্যাংক খোলা থাকার শেষ দিনেও ঈদ বোনাস তুলতে পারেননি। এতে মাটি হতে চলেছে তাদের ঈদুল ফিতরের আনন্দ।

বড়াইগ্রাম (নাটোর) সংবাদদাতা জানান, নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় কর্মরত দেড় সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী ব্যাংক খোলা থাকার শেষ দিনেও ঈদ বোনাস তুলতে পারেননি। এছাড়া জুন মাসের বেতনও পাননি তারা। ফলে তাদের ঈদের আনন্দ মাটি হতে চলেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, উপজেলায় এমপিওভুক্ত ৪৫টি স্কুল, ২টি ভোকেশনাল স্কুল, ১৬টি মাদ্রাসা ও ১১টি কলেজে মোট ১৫৯৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। ঈদের কেনাকাটার জন্য তারা বেতন ও ঈদ বোনাসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জুন মাসের বেতন ২৬ জুনের মধ্যে আগাম দেয়া হলেও বেসরকারি শিক্ষকদের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি।

এছাড়া ঈদ বোনাস পুরাতন স্কেলে না নতুন স্কেলে এ ব্যাপারে শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ইঁদুর-বিড়াল খেলায় বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়। পরে গত ২৭ জুন ঈদ বোনাস ছাড় করা হলেও নির্ধারিত ৩০ জুনের মধ্যে ব্যাংকে স্মারক এসে পৌঁছায়নি। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানেরা ব্যাংকে ঘুরে ঘুরেও বিলের কাগজপত্র জমা দিতে পারেননি। কাগজপত্র জমা দিতে না পারায় ঈদের আগে বোনাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে না। এতে হতাশ হয়ে পড়েছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা।

এ ব্যাপারে রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'সরকারিদের যেখানে বোনাসসহ বেতনও আগাম দেয়া যায়, সেখানে আমাদেরকে শুধু বোনাসটাও কি একটু আগে দেয়া যেতো না। ছেলেমেয়েদেরকে ঈদের পোশাক কিনে দেয়া তো দূরে থাক, ঈদের স্বাভাবিক বাজারটাওতো অনেক শিক্ষক করতে পারবেন না।'

সোনালী ব্যাংক বড়াইগ্রাম (বনপাড়া) শাখার ব্যবস্থাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ঈদ বোনাসের স্মারক না পৌঁছায় আমরা বিল জমা নিতে পারিনি। ব্যাংক ছুটি হয়ে যাওয়ায় ঈদের আগে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে বোনাস দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) সংবাদদাতা জানান, সরকার ঘোষিত মূল বেতনের মাত্র ২৫ শতাংশ ঈদ বোনাস জুটলো না চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার এমপিওভুক্ত ৩৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার ৮ শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর ভাগ্যে। কারণ ঈদ বোনাস নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইঁদুর-বিড়াল খেলা আর সোনালী ব্যাংকের গাফিলতির কারণে ঈদ বোনাসের স্মারক ব্যাংকের শেষ কার্য দিবসেও এসে পৌঁছায়নি। ফলে উপজেলার ৮ শতাধিক শিক্ষক/কর্মচারীর পরিবারে এবার ঈদের আনন্দ পন্ড হতে বসেছে। এ বিষয়ে জীবননগর সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক আব্দুল মজিদ জানান, আমাদের সব ধরনের প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও অর্ডার শিট না আসায় শিক্ষকদের বোনাসের অর্থ দেয়া সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে আমাদের কোন গাফিলতি নেই।